শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত

BENG…
10 AUG. 1909
WRITERS' BUILDINGS

রংরাজ।

রঙ্গনাট্য।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র-প্রণীত।

৮ই শ্রাবণ ১৩০৬, শনিবার
"মিনার্ভা থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

27 SEP. 10

THE FIRST TWO FORMS

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTI AT THE

KALIKA PRESS,

17 Nanda Kumar Choudhury's 2nd Lane, Calcutta,

রঙ্গনাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শুভ্রকান্তি শ্রেষ্ঠী	... ...	মগধের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
পুরপ্রিয় প্রধান	... ...	ঐ জনৈক ব্যবসায়ী যুব
সর্ব্বশরণ শ্রীমন্ত	... ...	পল্লিগ্রামস্থ ধনবান কৃষক।
রংরাজ	... ...	শুদ্রজাতীয় স্বচতুর ব্যক্তি।

পাহারাদার, চিকিৎসক, নরস্বন্দর, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

অনাবলা	... ...	শুভ্রকান্তির স্ত্রী।
দেবদয়া	... ...	ঐ কন্যা।
শামলী	... ...	দেবদয়ার সখী।

শ্রেষ্ঠী মহিলাগণ।

প্রোফেসর দেবকণ্ঠ বাক্‌চী কর্তৃক

সুর-লয়ে গঠিত

এবং

নৃত্যশিক্ষক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

নৃত্য সংযোজিত।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

রংরাজ	...	...	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
সর্ব্বশরণ শ্রীমন্ত	...	...	„ অহীন্দ্রনাথ দে।
শুভ্রকান্তি শ্রেষ্ঠী	...	...	„ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
অরুণোদয় প্রধান	...	হাস্যার্ণব	„ অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
পুবপ্রিয় প্রধান	...	...	„ সত্যেন্দ্রনাথ দে।
চিকিৎসক	...	...	„ ঐ
নরসুন্দর	...	...	„ অতুলকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
পাহারাদার	...	...	নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
শ্যামলী	...	...	শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসী।
অনাবিলা	..	...	„ প্রকাশমণি দাসী।
দেবদয়া	...	...	„ সরোজিনী দাসী।
একজন স্ত্রীলোক	.	...	„ চারুবালা দাসী।
অন্য ঐ	..	..	„ নীরদাসুন্দরী দাসী।

শ্রেষ্ঠী পুর-মহিলাগণ—শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী, চারুবালা, সরলা বালা, রাধারাণী, নলিনীবালা, যুথিমণি, জ্যোতির্ম্ময়ী, সরযূবালা, মণিবালা, উন্মাদিনী, ননীবালা, প্রফুল্লকুমারী শরৎকুমারী ইত্যাদি ইত্যাদি।

"রংরাজ"

১৩১৬ সাল, ৮ই শ্রাবণ শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

প্রোপ্রাইটার	... ...	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।
ম্যানেজার	... ...	" গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।
বিজ্‌নেস্ ম্যানেজার	...	" চারুচন্দ্র বসু।
শিক্ষক		পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	... ...	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাক্‌চি।
নৃত্যশিক্ষক	... ...	" নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
সহকারী ঐ	... ...	" সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
বংশীবাদক	.. ...	" অমৃতলাল ঘোষ।
হারমোনিয়াম বাদক	...	" তারাপদ রায়।
পিয়ানো বাদক	.. ...	" বেণীভূষণ বসাক।
তবলা বাদক	... ...	" রজনীকান্ত ঘোষ।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	... ...	" কালীচরণ দাস।
সহকারী ঐ	... ...	" পঞ্চানন ঘোষ।
বেশকারী		হরেকৃষ্ণ রায় নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রংরাজ।

BENGAL LIBRARY
10 AUG
W.B.

প্রথম দৃশ্য।

মগধ রাজধানী—শুভ্রকান্তি শ্রেষ্ঠীর
মদনোৎসব-কুঞ্জের দ্বার।

শ্রেষ্ঠী পুরমহিলাগণের প্রবেশ।

গীত।

আজু মোরা মাতুয়ারা—ধীরা অধীরা—
ধরা ধরিতে সবারে কম্পায়মান।
গীতে গগন ফাটে, মৃত্তিকা ফুটে নাটে,
দিক বিদিক নাহি জ্ঞান॥
অঞ্চল চঞ্চল পবনা উড়ায়,
বিমুক্ত কেশরাশি ইতি উতি ধায়,
ঘুংঘুর বাজে ঘন, কঙ্কণ কণ কণ,
ঘঘর ঘাগরি ঘূর্ণায়মান।
মদনোৎসবে সবে সঁপেছি পরাণ॥

(এক পার্শ্ব হইতে রংরাজ ও অপর পার্শ্ব হইতে শাম্‌লীর প্রবেশ।)

শাম্। (স্বগতঃ) আ ম'লো! রংরাজটা এল' কোথেকে?

রংরা। (স্বগতঃ) আরে ম'লো! এ শাম্‌লী ছুঁড়ী এখানে যে?

শাম্। (স্বগতঃ) আমায় বোধ হয় দেখ্‌তে পায় নি!

(প্রস্থানোদ্যতা)

রংরা। ওরে শাম্‌লি! পালাস্ কেন? আমি যে তোকে দেখ্‌তে পেয়েছি।

শাম্। মর্ বিট্‌লে! মানুষ চিনিস্ না! আমি কি তোর শাম্‌লী নাকি? আমার নাম যে শ্যামালতা!

রংরা। বটে! তা বেশ! এখন আমায় চিন্‌তে পেরেছিস্ কিনা বল্ দেখি?

শাম্। তুই তো সেই রংরাজ বাঁদর!

রংরা। দূর্ পোড়ারমুখি! রংরাজ কিরে? আমি যে রাজাধিরাজ রঙ্গরাজ!

শাম্। কেমন কোরে রঙ্গরাজ?

রংরা। তুই যেমন কোরে শাম্‌লী থেকে শ্যামালতা— আমি তেম্‌নি রংরাজ থেকে রঙ্গরাজ!

শাম্। তা বেশ! এখন দেশ মজিয়ে কি দেশ মজাতে এসেছিস্ কদ্দিন?

রংরা। আমি সবে আজ! তুই কদ্দিন?

শাম্। আমার বছর ফেরে!

রংরা। রোজকার কি কল্লি?

শাম্। (বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া) নবডঙ্কা!

রংরা। দূর্ ছুঁড়ি! বছরটা মাটি ক'রেছিস্? এখন ঠিক্ ক'রে বল্‌দেখি, কিছু যোগাড়ে আছিস্ কিনা?

শাম্। আছি।

রংরা। কি! বর্ণনা!

শাম্। ব'ল্‌লে—তুইতো ভাগ বসাবি!

রংরা। তাতো বসাবই! দেশে একলা খেয়ে বরাব'রতো পেট ফেঁপে ম'রছিলি! এখন ভাগাভাগি কোরে দেখি আয়না। জাল পেতেছিস্ কোথা?

শাম্। তা খুব বড় গাঙে! কিন্তু তোকে বল্‌তে যে ভয় হয়?

রংরা। কেন?

শাম্। তুই যদি বাগে পেয়ে কই কাত্‌লা নিজের ভাগে রেখে—চুনোটা পুঁটিটা আমায় দিস্!

রংরা। সে দেশের কথা ছেড়ে দে—এ বিদেশ—এখানে হয় আধাআধি, নিদেন দশ আনা ছ-আনা! এখন বল্‌দেখি ব্যাপারটা কি?

শাম্। ব্যাপারটা বেশ! কিন্তু দেখিস্ যেন ফাঁকি মারিস্‌নি।

রংরা। মারিবি না।

শাম্। তবে শোন্! এখানকার একটা বৈশ্য বড়মানুষের মেয়ের আমি সখী হ'য়েছি! সেই মেয়েটা বে'র যুগ্যি! তার বাপ বড় বংশের হ'লে কি হয়—এদিকে তার কিছু নেই একেবারে অষ্টরম্ভা! এখানকার একটা সদাগরের সঙ্গে

মেয়েটার ভালবাসা হ'য়েছে। কিন্তু বাপটা তাতে রাজি নয়। আমাদের দেশের সেই যে চাষা বড়মানুষ অনেক টাকাওলা, ওদের স্বজাত, সেই যে রে সর্ব্বশরণ শ্রীমন্ত—বাপটা তার সঙ্গে বে দিয়ে কিছু দাঁওয়ের চেষ্টায় আছে—বুঝ্লি ?

রংরা। (স্বগত) ঠিক্। হাঁ—তারপর ?

শাম্। তা বল্‌ছি। কিন্তু এতক্ষণ মাথা হেঁট কোরে তুই কি ভাব্‌ছিলি !

রংরা। ভাব্‌ছিলুম আর কই ? কথাগুলো ভাল কোরে মাথার ভেতর ঢুকিয়ে রাখ্‌ছিলুম !

শাম্। বেশ্ ! এখন ভাল কোরে শোন্ ; সেই আমাদের দেশের সর্ব্বশরণশ্রীমন্তকে কর্ত্তা চিঠি লিখে আনাচ্ছেন—আজ সে এসে এই মদন-উৎসবের দরজা খুল্‌বে—আর মেয়েটাকে বে কোরে নিয়ে যাবে।

রংরা। এখানকার সদাগর ছোঁড়ার পয়সা কেমন ?

শাম্। তা মন্দ নয়! তবে সর্ব্বশরণের কাছে লাগে না! কর্ত্তার বিষয় আশয় সব বাঁধা প'ড়েছে—সর্ব্বশরণ সব উধ্‌রে দেবে ব'লেছে।

রংরা। সব্ বুঝলুম! এখন দেখা যাচ্ছে—ছুঁড়ি চায় সদাগরকে—সদাগরও চায় ছুঁড়িকে। কর্ত্তা চায় সর্ব্বশরণকে মেয়ে দিয়ে দাঁও কোর্ত্তে—আর সর্ব্বশরণ চায়—বড় বংশের মেয়ে বে কোরে নিজের চাষা নামটা ঘোচাতে—তাতে দশ বিশ হাজার লাগে—লাগে! কেমন এই তো ?

শাম্। হাঁ!

রংরা। এখন আমাদের! তোর আর আমার!

গীত।

বংরা। এ যে খুব সুযোগ,—খুব, সুযোগ—খুব, সুযোগ,।

শাম্। কিসে সুযোগ? কিসে সুযোগ? কিসে সুযোগ?

যদি—চালাকী-চাতুরী না হয় যোগ?

রংরা। সেটা তুই যোগাবি, আমি যোগাবো,

যোগেযাগে হবে ঠিক্ যোগাযোগ॥

শাম্। যদি পাকা তারা কেউ হয়,

চোরের—বাট্‌পাড়্‌ও তো রয়;

বংরা। সে সব ছিঁচ্‌কে চোরের ছ্যাঁচ্‌ড়া চুরি—

এ চুরি তেমন নয়।

এতে—বাট্‌পাড়েতেও ঘাট্ মানে—

হয় সুধুই কর্ম্মভোগ—

তাদের সুধুই কর্ম্মভোগ॥

শাম্। বেস্! তা হ'লে কি কোরে কি ক'র্ব্বি?

রংরা। আগে এক দফা টাকা নেবো—তারপর এক দফা টাকা নেবো—তারপর এক দফা টাকা নিয়ে—ঠিক্‌ঠাক্ কাজ হাসিল ক'র্ব্বো—

শাম্। তারপর?

রংরা। আবার তারপর শুন্‌বি? তারপর তোর টাকাও আমার টাকা—আমার টাকাও তোর টাকা—টাকায় টাকা মিশিয়ে দিয়ে—পট হোয়ে বোসে সুদ খাবো—

শাম্। ইস্! এত আস্বা তোর?

রংরা। না হয়—বেস্! যে যার সে তার ভাগ বসাবো, আপন সিন্দুকে খিল্ আঁটবো।

শাম্। তাই আঁটিস্! এখন ঐ ওরা দুজন আসছে! চ—আমরা একটু আড়ালে গিয়ে কি কোর্ত্তে হবে নাহবে তার মৎলব আঁটিগে—ওরা ততক্ষণ কাঁদুক, আর হাঁপিয়ে মরুগ।

রংরা। তাই চ! শাম্লি! ছুঁড়িটেতো বেস্‌রে—জুড়ে গেঁথে দিতে পাল্লে মানাবে ভাল—কেমন? যেমন তোর মোর কেমন?

শ্যাম্। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চ। এখন ফচ্‌কিমি রাখ্।

(উভয়ের অন্তরালে গমন)

(দেবদয়া ও পুরপ্রিয় প্রধানের প্রবেশ।)

পুর। দেবদয়া! তোমায় পাবার আশা আর আমার নাই। তোমার পিতা আমার নামে বিরক্ত। অভাবে তাঁর স্বভাব নষ্ট হ'য়েছে। টাকার লোভে তিনি সেই পাড়াগেঁয়ে চাষাটার হাতে তোমায় তুলে দিতে ব'সেছেন—নিজের মান সম্ভ্রমের দিকে চেয়েও দেখ্‌ছেন না।

দেব। তা তো দেখ্‌ছি! কিন্তু কি হবে পুরপ্রিয়? কোন' উপায় নাই কি?

পুর। আমি তো কিছু দেখ্‌তে পাই না। তুমি যদি পারো তো দেখ্।

দেব। আমি কি দেখ্‌বো? আমি রমণী—কেবল ভাল বাস্‌তেই জানি! প্রাণ দিয়ে ভাল বাস্‌তেই জানি।

পুর। তা জানি। কিন্তু তোমার পিতা তো তা বুঝ্‌ছেন্ না।

দেব। তিনি বিপদগ্রস্ত—তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পরহস্তগত হ'তে যাচ্ছে। এ দায় থেকে তুমি তাঁকে মুক্ত ক'র্ত্তে পারোনা?

পুর। দেবদয়া! তা পাল্লে কি আমি স্থির হ'য়ে থাকতেম?

আমার ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত দ্রব্যজাত বিক্রয় ক'ল্লেও তাঁকে এ দায় হ'তে উদ্ধার ক'র্ত্তে পার্ব্ব না।

দেব। তবে কি হবে?

পুর। যে আগুনে উভয়ে জ্বল্‌ছি, তা নিভাই এস। আমি তোমার সুবিধার জন্য আজীবন কঠোর কুমার-ব্রত অবলম্বন কর্ত্তে চেষ্টা করি, আর তুমি তোমার পিতার সুবিধার জন্য পরহস্তে আত্মসমর্পণের উদ্যোগ কর।

দেব। ছি ছি পুরপ্রিয়। যা হবার নয়, তুমি তাই ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছো? তোমার আগুন তুমি নিভাতে পারো নিভাও! আমার আগুনে আমি ছাই হোয়ে যাই। (শাম্‌লীর প্রবেশ)

শাম্। উপায় পেয়েছি! উপায় পেয়েছি! বিয়ে বন্ধের উপায় পেয়েছি।

উভয়ে। কি উপায় শ্যামালতা! কি উপায়?

শাম্। আমাদের গ্রামের একটি মানুষ—খুব চালাক চতুর সকল কাজে দড়, এ রকম কাজ সে ঢের ক'রেছে, সেই হেথায় এসেছে।

দেব। কোথায় সে।

শাম্। এই খানেই আছে, আমি তাকে সব কথা ব'লেছি, বলেন তো ডাকি।

পুর। ডাক না।

(শাম্‌লী কর্ত্তৃক ইঙ্গিত ও রংরাজের প্রবেশ।)

রংরা। নমস্কার মশাই।

পুর। আমাদের বিপদের কথা শ্যামালতার মুখে বোধ হয় শুনেছ।

রংরা। বোধ হয় কেন—ঠিক শুনেছি। একটা মৎলবও ঠাওরেছি। আপনাদের কাছাকাছি কোন চিকিৎসকের বাড়ী আছে।

পুর। আছে—কেন?

রংরাজ। তা পরে ব'লছি। সে সর্ব্বশরণশ্রীমন্তকে আমি জানি—তাকে ঠিক ঠকিয়ে দেবো। তবে আমি, আপনি, ইনি আর আমাদের শামা—চার জনকেই একটু খাটতে হবে।

পুর। তা খাটবো।

রংরা। কিছু খরচ চাই। আমি কিছু চাই না, আমার স্বধু কাজের আমোদ। কিছু খরচ কর্ত্তে হবে।

পুর। তা কর্ব্বো।

রংরা। তবে চলুন - যাকে যা ক'র্ত্তে হ'বে—ঠিক কোরে দিই না।

(সকলের প্রস্থান)

(অন্যদিক হইতে শুভ্রকান্তি, অনাবিলা ও পুররমণীগণের প্রবেশ)

শুভ্র। কি আশ্চর্য্য। মানুষটা এলে উৎসব আরম্ভ হবে, অথচ এখনও তার দেখা নাই। শুনলেম ধর্ম্মশালায় এসে পোঁছেচে।

অনা। খপর পাঠালে হয় না।

শুভ্র। খপর পাঠাতে হ'লে আজ আর উৎসব হয় না। বিশেষ আমরা তাকে খপর পাঠাবো কি? সে আপনি এসে উপস্থিত হবে। আমার বংশে যে তার মত লোক বিবাহ ক'র্ত্তে পাবে—এই যথেষ্ট।

অনা। তা বটে। লোক পাঠালে মনে কোর্ত্তে পারে আমরা তাকে বেশী খাতির কচ্চি।

শুভ্র। ঠিক্ তো! তার মনে থাকা চাই, যে—সেই যেন উপরোধ অনুরোধ কোরে আমাকে এই বিবাহে সম্মত ক'রেছে।

অনা। তা'ত চাইই—নইলে যে মাথায় চ'ড়ে ব'স্‌বে।

শুভ্র। তার যেন টাকাই আছে—বংশমানে সে তো আমারি হাঁটুর নিচে থাকে।

অনা। তা তো থাকেই—হাজার হোক—চাষী তো?

শুভ্র। আঃ ঐ কথাটা মনে হ'লে—গা-টা যেন কেমন কোরে ওঠে।

অনা। তা উঠ্‌লে কি হবে বল—এদিকে যে দেনায় চুল বিক্রি হ'য়ে আছে।

শুভ্র। আঃ চুপ কর না।

(ছদ্মবেশে রংরাজের প্রবেশ।)

রংরা। মহাশয় নমস্কার! আপনিই কি শুভ্রকান্তি শ্রেষ্ঠী?

শুভ্র। হাঁ! কেন?

রংরা। আজ্ঞে—আমি সর্ব্বশরণশ্রীমন্তের কর্ম্মচারী। আপনাকে একটা সংবাদ দিতে এসেছি।

শুভ্র। কি সংবাদ?

রংরা। এখানে এই সময়ে উপস্থিতির তাঁর কথা ছিল।

শুভ্র। ছিলইতো? কোথায় তিনি?

রংরা। এই সহরের ধর্ম্মশালায়। কাল একটু অধিক মাত্রায় —না-না সে কথা না—হঠাৎ প'ড়ে গিয়ে আজ প্রাতে তাঁর পায়ে একটু আঘাত লেগেছে, আর সেই সূত্রে না-না সে কথাও না।

শুভ্র। কি কথা না?

রংরা। আজ্ঞে ঐ অধিক মাত্রায় যেটা সেবন ক'রেছিলেন

সেই কথাটা আর প'ড়ে যাবার পর বরাবর যেমন তার বায়ু-রোগের ঝোঁক্ আছে, সেই ঝোঁক্‌টা হবার কথাটা ব'লতে বারণ ক'রে দিয়েছেন। ব'লেছেন আপনি দুঃখিত হবেন না, একটু আরাম হ'লেই এসে দর্শন দেবেন।

শুভ্র। এসব কি কথা? অধিক মাত্রায় সেবন—বায়ুরোগ—এসব কি কথা?

অনা। তাইতো? মাতাল পাগল দু-ই নাকি?

রংরা। আজ্ঞে না, সেটা কিছু মনে ক'র্বেন্ না। উদ্বেগে হঠাৎ আমার মুখ থেকে—যাইহোক্ আসি মহাশয়—নমস্কার, আমায় আবার চিকিৎসক নিয়ে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

শুভ্র। একি ব্যাপার?

আনা। তাইতো?

শুভ্র। যা হয় পরে বিবেচনা করা যাবে—এখন উৎসব আরম্ভ ক'রে দেওয়া যাক; সকলের কুঞ্জেই আরম্ভ হ'য়েছে।

(কুঞ্জদ্বার মোচন—কুঞ্জমধ্য হইতে সুসজ্জিতা যুবতি-
গণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

মোরা—কোকিল-কূজিত-কানন-কুঞ্জে
মদনোৎসব-মোহিতা।
এস—কে আছ কোথায়, কোমলা কলিকা—
প্রেম-পিযূষ-পূরিতা।

হেথা—ফোটো ফোটো হোলে ছুটে আসে বায়,
লুটে নিয়ে বাস্ চৌদিকে বিলায় ;
বাসে মাতুয়ারা, আসে মধুচোরা,
সলাজে শিহরে ললিতা।

শুভ্র। চল কয়েকটা নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'র্ত্তে হবে।

(প্রস্থানোপক্রম সময়ে পশ্চাৎদিক হইতে জহুরিবেশে রংরাজের প্রবেশ)

রংরা। মহারাজ! শুভ্রকান্তি শেঠিয়া মহারাজকো মোকান কাঁহা আপ্ ব'ল্নে সেক্তা?

শুভ্র। কাহে?

রংরা। মেরা কুছ জরুরৎ হায়!

শুভ্র। মেরা নাম শুভ্রকান্তি শেঠিয়া।

রংরা। সচ্?

শুভ্র। হাঁ! কেয়া জরুরৎ বোলো।

রংরা। সর্ব্বশরণ শ্রীমন্তকা সাৎ আপ্কা লৈড়্কিকো বিয়া হোনে যাতা!

শুভ্র। কাহে?

রংরা। ওস্কা পাস্ জহরাৎকো ওয়াস্তে মেরা দশহাজার রুপৈয়া পাওনা হায়। বরষ ঘুমগিয়া, নেহি দেতা—

শুভ্র। কাহে—হাম্ শুনা উস্কা বহুৎ রোপৈয়া হায়!

রংরা। কোন্ বোলা? ভ্রষ্ট্ জুয়াচোর! এক কৌড়ি ওস্কা অওকাত নেহি। হাজারো বেনিয়া কো ঠক্লায়া। সব কইকো বোল্তা, আপ্কো লেড়্কিকো সাৎ বিয়া হোনেসে বহুৎ রুপৈয়া জায়গা জমিন মিল্ যাগা। ওহি ওয়াস্তে হাম্ খবর লেনে আয়া।

শুভ্র। সব ঝুটা! হাম্ কুছ নেহি জান্তা।

রংরা। জী! মহারাজ! হামরা মনমে বি এ্যায়সা হুয়া! দেখা যাগা—ঝুটা কো কেয়া হাল হোয়! হাড্ডি তোড় তোড়কে কুত্তাকো খেলায় দেগা! [প্রস্থান।

শুভ্র। বেটা কে গো!

অনা। তাইতো; এযে সর্ব্বগুণের গুণমণি। ভাগ্যে টের পাওয়া গেল—নইলে তো একেবারে মজিয়ে দিয়েছিল।

শুভ্র। উঃ—এমন জোচ্চোর—

অনা। আর ভাবলে কি হবে বল! মনে করা গেছল', বিষয় আশয় গুলো উদ্ধার হবে, মানসম্ভ্রম বজায় থাক্‌বে, তা দেখছি হ'লো না।

শুভ্র। দেখা যাক্—দুনিয়ায় কি ভাল কেউ নেই। অবশ্য আছে। পরমেশ্বর একটা না একটা উপায় ক'রবেনই। চল!—

[উভয়ের প্রস্থান।

—*—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিকিৎসকের বাটীর সম্মুখ।

(বাটী মধ্য হইতে পুরপ্রিয়ের প্রবেশ।)

পুর। রংরাজের পরামর্শ মত তো—চিকিৎসককে সমস্ত বুঝিয়ে পড়িয়ে রাখ্‌লুম। এখন মানুষটা এলে যে হয়। ঐ

বুঝি আস্‌ছে—হাঁ ওইই বটে। আস'লো পৈছনে একপাল ছেলে, বুড়ো জুটে ছুটে আসে কেন? ওঃ—ওর চল্‌বার ঢং আর পোষাকের বাহার দেখে—সহুরে মানুষরা ঠিক্ বুঝে নিয়েছে—বেটা পাড়াগেঁয়ে সং, তাই ঠাট্টা মস্করা কোর্ত্তে কোর্ত্তে পাছু নিয়েছে।

(সর্ব্বশরণ শ্রীমন্তের প্রবেশ।)

সর্ব্ব। (পশ্চাতে চাহিয়া) দূর্ হতভাগা বেটারা দূর্। আমি কি সং লাকি? মর্ বেটারা! তেবু এগিয়ে আসে। এক নাটিতে মাথা ফেটিয়ে ফেলাবো—জানুস্?

নেপথ্যে। (হাততালি) হাঃ-হাঃ-হাঃ হোঃ-হোঃ-হোঃ হিঃ-হিঃ-হিঃ!

সর্ব্ব। মর্ বেটারা—আবার হাস্ দিচ্চে! হুর্ম্মুস বেটারা হাস্নুস্ ক্যা? তোর সউরের গুষ্টির পায়ে পড়ি, সোরে যা বেটারা সোরে যা। আমায় পাগল পালি লাকি?

পুর। তাই ত? তোম্‌রা তো বড় অসভ্য হ্যা! ভদ্রলোক তোমাদের কি কোরেছে যে তোমরা ওর পাছু লেগেছো? যাও—চ'লে যাও নইলে এখনি পাহারাদারদের ডেকে দেবো।

সর্ব্ব। আঃ বাচ্‌লুম। আপনি ভদ্দর লোক বটে। বেটারা আমায় থা পাততে দেচ্ছেল নি।

পুর। আপনার নাম কি?

সর্ব্ব। আমার লাম সর্ব্বশরণ ছিরিমন্ত। আমি ছোট লোক লই। ছেষ্টির জামাই হবার লেগে আসছি।

পুর। আপনি সর্ব্বশরণশ্রীমন্ত মশায়। তা আমি যে আপনার ভাবি শ্বশুর মহাশয়—

সর্ব্ব। হাঁ শুভুর কান্তি ছেষ্টি আমার শশুর মশাই হ'বেক্! তা—শশুর মশাইয়ের কথা কি বল্‌ছিলে?

পুর। তিনি এই বাসা আপনার জন্যে স্থির ক'রে দিয়েছেন। আমি তাঁর পরমাত্মীয—আপনার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার জন্য আমায় নিযুক্ত করেছেন।

সর্ব্ব। উপযুক্ত—কি?

পুর। উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা।

সর্ব্ব। সম্বর্দ্ধনা—কি?

পুর। এই যাতে আপনার কোন কষ্ট না হয়—বেস্ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকেন—

সর্ব্ব। অ-অ বোজ্‌লাম! তা এখানে ঐ সউরে বানরগুলা আস্‌বেক্ লাতো?

পুর। সাধ্য কি? আমি আছি—

(বাটীমধ্য হইতে চিকিৎসকের প্রবেশ।)

এই ইনি আছেন—চাকর-বাকর আছে—সর্ব্বদা আপনার তদারক হবে।

চিকি। আপনার কোন চিন্তা নাই। মানুষকে সুস্থ রাখাই আমার কার্য্য।

সর্ব্ব। (স্বগত) এজন বোধ হয়—শ্বউর মশায়ের কোনো উচুদরের কম্মচারী।

পুর। আমি এঁরই একটু প্রয়োজনে চ'ল্লেম। দেখ্‌বেন মশাই কোন কসুর না হয়।

IMPERIAL

চিকি। এতটুকু কসুর থাক্‌তে আমি ছাড়্‌ব' না। আমায় জানেন্ তো?

পুর। তা জানি। আমি তবে এখন আসি।

[প্রস্থান।

সর্ব্ব। আমার লেগে আপ্‌নি বেশী ব্যস্ত হও না।

চিকি। কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে—আমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাক্‌তে প্রস্তুত।

সর্ব্ব। তবে—চলেন—বাড়ির মধ্যি যাই।

চিকি। ভিতর অপেক্ষা এই বহির্দ্দেশই আপনার উপযুক্ত।

সর্ব্ব। ক্যানে?

চিকি। এস্থানটি বড় শীতল।

সর্ব্ব। ভিত্‌রেও শেতল ক'রে লিলে চল্‌বেক্ তো!

চিকি। তা হোক্—এখন এইখানেই বসুন। ওরে—তিন খানা চৌকি দিয়ে যা—আর নরসুন্দরকে ডেকে দে।

(চৌকি লইয়া ভৃত্য ও নরসুন্দরের প্রবেশ।)

আপনি এই মধ্যস্থলে বসুন—আমরা দুই পাশে থাকি—কার্য্যের সুবিধা হবে।

(উপবেশন)

সর্ব্ব। কার্য্য আবার কি? তামুক-টামুক আমি খাইনা।

চিকি। সে তো আপনার খাওয়া উচিতই নয়।

সর্ব্ব। ঠিক্ কথা—ঠিক্ কথা—হা হা হা—বিশেষ বিয়ের লেগে যখন আস্‌ছি—তখন এ সওরটাই আমার শউর বাড়ি—আর সব জনই তো আমার শউর। হা হা হা কেমন?

নরু। বেস্? (জনান্তিকে চিকিৎসকের প্রতি) বাই চেগেছে—এই সময়!

চিকি। (জনান্তিকে) না, না, একটু অপেক্ষা। নাড়িটে পরীক্ষা করা যাক্। দেখি—আপনার হাত দেখি।

(উভয়ে সর্ব্বশরণের উভয় হস্ত ধরিয়া নাড়ি দেখা।)

সর্ব্ব। এ আবার কি?

চিকি। আপনি আহার করেন কি পরিমাণ?

সর্ব্ব। ওঃ আহারের কথা? তোমাদের সওরে, হাতের নারি টিপে—তেবে খাওয়ার হিসেব হয় নাকি?

চিকি। হাঁ। যা জিজ্ঞাসা কচ্চি—তাই বলুন। আহার করেন কত?

সর্ব্ব। এট্টা ব্যারালে নাগতে পারে না।

চিকি। (জনান্তিকে) অধিক আহার একটা পাকা উপসর্গ! আচ্ছা নিদ্রা যান কেমন?

সর্ব্ব। নিদ্রে? প্যাট্ ভোরে খাওয়া হইলেই ভোঁস্ ভোঁস্ নিদ্রে।

চিকি। স্বপ্ন দেখেন?

সর্ব্ব। কেদাচ্ কওনো।

চিকি। কি রকম স্বপ্ন দেখেন?

সর্ব্ব। কি রকম স্বপোন দ্যাখি? এসব কথা হচ্ছে ক্যানে?

চিকি। একটু চুপ কোরে থাকুন। আমরা আপনার সুমুখেই সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ কোরে দেখাবো।

সর্ব্ব। কিসের কারণ?

চিকি। কারণ এই যে—শোনহে নরসুন্দর! এব্যাধি কয়প্রকার—

মত্ত মত্ত মহামত্ত গঞ্জিকা চরসো গুলি,
সৌণ্ডিকস্য জলে মত্ত শেষাশ্রয়ৌ নরাঙ্গুলি॥

নর। (ঘাড় নাড়িয়া) অবশ্য অবশ্য।

চিকি। তারপর—

কাম ক্রোধ লোভ মোহঃ মদমত্ত যে বা নরঃ।
বসুন্ধরা ভার ভ্রষ্ট দুষ্ট নষ্ট সে বাঁনর।

নর। (ঘাড় নাড়িয়া) অবশ্য অবশ্য।

চিকি। সুতরাং তাদের পক্ষে—

মুষ্টাঘাত পদাঘাত বেত্রাঘাত প্রয়োজন।
তদন্তরং বন্দীকৃত্যা গ্রীবাপৃষ্ঠ প্রক্ষুড়ন॥

নর। (ঘাড় নাড়িয়া) অবশ্য অবশ্য।

সর্ব্ব। এ সব কি বাজে বক্‌ছো। ভাল জ্বালাতো দেখি?

চিকি। ক্রোধের উপক্রম। উত্তম উপসর্গ।

সর্ব্ব। দূঃত্তোর আপদ। (নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ)

চিকি। নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ। অত্যুত্তম উপসর্গ।

সর্ব্ব। এ সব ভাল লাগ্‌ছে না—আমি উঠে পড়্‌বো।

চিকি। পলায়নের চেষ্টা—সর্ব্বোত্তম উপসর্গ।

সর্ব্ব। উপসর্গ্‌গ উপসর্গ্‌গ কি বল্‌ছ হ্যা? আমায় নিয়ে ক কর্‌তে চাও?

চিকি। আপনাকে রোগমুক্ত কোর্ব্ব।

সর্ব্ব। রোগমুক্ত?

চিকি।

সর্ব্ব। আরে মোলো আমার রোগ কোথা ?

চিকি। রোগ অনুভব কোর্ত্তে না পারা রোগীর একটা মন্দ চিহ্ন।

সর্ব্ব। আরে আমি বল্‌ছি আমার রোগ নাই।

চিকি। তুমি বোল্লে কি হবে ? আমরা চিকিৎসক, আমরা দেখ্‌ছি রোগ ?

সর্ব্ব। তোমরা চিকিচ্ছক্ ? আমার বাপ মা ও তোমাদের কলা দেখিয়ে গেছেন আমিও এই কলা দেখাচ্চি !

চিকি। নরসুন্দর ! আর কেন ?

নর। (ছুঁচ লইয়া) আমি প্রস্তুত আছি।

সর্ব্ব। একি ছুঁচ কেনেরে ?

কিকি। চিকিৎসার জন্য ?

সর্ব্ব। কিসের চিকিচ্ছে ?

নর। পাগলের ? পাগলের ? ঝাঁ কোরে ঘাড়টা ফুঁড়েদি কিছু লাগ্‌বে না।

সর্ব্ব। আরে মোলো বেটারা বলেক্ কি ?

নর। কিছু ভয় নেই, আমার খুব হাত সেট্ আছে, গলায় যে—ধরুন না—ধরুন্ না।

সর্ব্ব। হট্ শালারা— হট্—ঘার ফুঁরবি কিরে ?

(পলায়ন)

সর্ব্ব। চট্ কোরে ফুঁড়েদি—দাঁড়াও চট্ কোরে ফুঁড়েদি দাঁড়াও।

চিকি। ওরে রুগী পালায—রুগী পালায ধর্ ধর্ ধর্।

[পশ্চাতে বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(শুভ্রকান্তি শ্রেষ্ঠীর বাটির সম্মুখ।)

(নিজ বেশে রংরাজের প্রবেশ)

রংরা। এই দিকেই আসচে। এ পথ ছাড়া অন্য পথে যাবার যো নাই। পাশের গলিতে লুকিয়ে প'ড়েছে দেখে এসেছি। গলি পেরুলেই এই খানে।

(দ্রুতপদে সর্ব্বশরণের প্রবেশ)

সর্ব্ব। ছুত্তোর সওরের মাথায় লাগোরা জুতার বারি মারি! বেটারা, সত্তি পাগলা বানিয়ে তুলে ছ্যালো! বলে ঘার ফুরে দিবেক!

রংরা। শ্রীমন্ত মশাই নমস্কার! কি হ'য়েছে?

সর্ব্ব। আবার তুমি কে বট হ্যা? সওরের কোন বিটাকে আর আমি বিশ্বেষ করি না!

রংরা। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন না। আমি যে আপনার স্ব'দেশী।

সর্ব্ব। স্বদেশী টদেশী বুঝিনা! পথ ছাড়ো, সরে পড়ি। বিটারা পাছু পাছু তারা করেছে।

রংরা। কারা তাড়া ক'রেছে? আমায় বলুন না, দেখি তারা কেমন আমার স্বদেশী বড় লোককে তাড়া করে—তাদের মুণ্ডুপাত ক'রে দেবো না।

সর্ব্ব। আরে কি বলুস? তারা চিকিচ্ছেওলা—বল্লে আমি পাগল, আমার ঘার ফুরে দিবেক। তাই দে ছুট!

রংরা। আপনি সে বেটাদের কাছে গেলেন কেন?

সর্ব্ব। আরে বাঃ আমি কি গিছি? এক বেটা ভদ্দর নোকের মত—বল্লে, এই খানে তোমার বাসা হ'য়েছে। আমি কি জানি সে বেটা সউরে জোচ্চর; চিকিচ্ছেওলাদের হাতে আমায় দিয়ে যাবেক্! সউরে ওলাদের বিশ্বেস নাই—এরা সব পারে, সব পারে—মরাকে জ্যান্ত কর্ত্তি পারে, জ্যান্তকে মরা কর্ত্তি পারে! তুমি ক্যানে বাপু পথ আট্‌কাচ্চ? ছাড়ান দ্যাও, তুমি কি আবার কোন বিপদে ফ্যালবার যোগারে আছ?

রংরা। আহা হা— আমাকে চিন্‌তে পাচ্চেন্ না? আমি যে আপনাকে খুব চিনি।

সর্ব্ব। আচ্ছা আমি কে কও দেখি?

রংরা। আপনি সর্ব্বশরণ শ্রীমন্ত।

সর্ব্ব। বারি—?

রংরা। উজুইন্!

সর্ব্ব। আমি কি অবস্তার নোক কও দিথি?

রংরা। আপনি গ্রামের একজন রাজা ব'ল্লেই হয়। আপনাকে আমি কি আজ চিনি? যখন—সব প্রথম—সেই লাঙ্গল ঘাড়ে কোরে—

সর্ব্ব। থাউ থাউ সে কথা যাক্—

রংরা। গরুর ন্যাজ ম'ল্‌তে ম'লতে—

সর্ব্ব। হু-হু তুমি আমায় চেনো! সে আগেকার কথা, ছারান দ্যাও।

রংরা। আচ্ছা দিলুম। তা, এ সহরে কি মনে কোরে আশা হ'য়েছে?

সর্ব্ব। এখানকার শুভ্রভুর কান্তি ছেটিকে জানো ?

রংরা। খুব জানি !

সর্ব্ব। তারি মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হবার লগে আসছি।

রংরা। শুভ্রকান্তি শ্রেষ্ঠীর মেয়েকে বি-য়ে-ক'র্বে ?

সর্ব্ব। হাঁ বিয়া কত্তে।

রংরা। বিয়ে না আর কিছু ?

সর্ব্ব। আর কিছু কি রকম।

রংরা। না তাই বলছি। তা যাক্ ওকথায় আর কাজ নেই।

সর্ব্ব। কথাটা কি বল ?

রংরা। না থাক্ কথা কিছুই না।

সর্ব্ব। অবিশ্যি কিছু আছে। বল হে!

রংরা। উঁহুঁ কিছু না—হঠাৎ কি বলতে কি বলছিলুম।

সর্ব্ব। তা হচ্চেনা, অবিশ্যি কি কথা আছে, কইয়া ফ্যালাও হে!

রংরা। আমায় মাপ করুন—আমি কিছু বলবোনা!

সর্ব্ব। কওহে—কইয়ে ফ্যালাও! এক গেরামের লোক্ ক্যানে চাপছো ?

রংরা। চাপছি কি আর সাধে ? একটা ভদ্র লোকের অপবাদ দেওয়া কি ভাল ?

সর্ব্ব। হ্যাদে ভাই! এই আংটি ন্যাও, আমারে কইয়ে ফ্যালাও!

রংরা। তাইতো—আচ্ছা আমায় একটু বিবেচনা ক'ত্তে দিন।
(কিছু দূরে গিয়া) (সর্ব্বশরণ শুনিতে পায় এমন স্বরে)
কি করি? শ্রেষ্ঠীর সর্ব্বস্ব বাঁধা প'ড়েছে, তাই এই পাড়া-গেঁয়ে বড়মানুষের হাতে মেয়েটাকে গচিয়ে দিয়ে বিষয় আসয় গুলো উদ্ধার ক'রে নেবে—তার পর মর্ তুই

শালা। ইর্নি মনে ক'চ্চেন, বড়ঘরের মেয়ে বিয়ে ক'রে সহুরে বড় লোকের সমাজে পাঁচজনের একজন হ'য়ে থাক্‌বেন। দেশের লোক—কি করি ? না ব'ল্লেও ভাল দেখায় না। যা হোক্ এক রকম ঘোরপ্যাঁচ ক'রে বুঝিয়ে দিই, তাতে বোঝেন্ বুঝুন।

সর্ব্ব। হ্যাদে কওইনা হে ?

রংরা। দেখুন আমি খুব কড়া ক'রে ব'লতে পার্ব্ব না—নরমে নরমে বোল্‌ব, বুঝে নিতে হবে। একেবারে যদি ব'লে ফেলি যে মেয়েটার চরিত্র মন্দ, তা হ'লে অন্যায় করা হয়; তবে এই পর্য্যন্ত ব'লতে পারি যে মেয়েটা বড় বেহায়া, গৃহস্থ ঘরের উপযুক্ত নয়---কুলের কুলবধূর মতন নয়।

সর্ব্ব। অ—বুজেচি, পাড়াগাঁইয়া পেয়ে আমায় মজাবার যোগারে ছ্যালো।

রংরা। আমায় আপনার ভৃত্য ব'লে জান্‌বেন—কোন অপরাধ নেবেন্ না।

সর্ব্ব। অপরাধ তো লবই না, আজ হ'তে তুমি আমার পরধান ভিত্যু হইলে।

রংরা। ঐ যে শ্রেষ্ঠী মহাশয়—এই দিকে আসছেন !

সর্ব্ব। কে। ঐ বুরা।

রংরা। হুঁ। প্রভু।

(শুভ্রকান্তি শ্রেষ্ঠীর প্রবেশ)

সর্ব্ব। আপনকার নাম শুভ্‌ভুর কান্তি ছেটি ?

শুভ্র। হাঁ।

সর্ব্ব । নমস্কার ! আমার নাম সর্ব্বশরণ ছিমন্ত ! হাঁ মশয় — আপনি কি মনে করেন—উজ্‌ইনীর গেঁয়ো মনিষ্যি-গুলা—সব নিব্বোধ-বাঁদর !

শুভ্র । তুমি কি মনে কর—মগধ রাজধানীর শ্রেষ্ঠীগুলা সব গর্দ্দভ !

সর্ব্ব । আপনি কি বুঝেন—আমার মত মনিষ্যিরা ইস্তিরী পরিবার পাবার লগে পাগল !

শুভ্র । তুমি কি মনে কর, তোমার মত একটা মাতাল উন্মাদকে আমি কন্যাদান কোর্ত্তে অগ্রসর ?

সর্ব্ব । আমারে যে উলমাদ বলে সেই উলমাদ !

শুভ্র । তোমারই কর্ম্মচারী এসে ব'লে গেছে, আর তোমার জন্যে চিকিৎসক অনুসন্ধান ক'চ্চে !

সর্ব্ব । সব জুচ্চুরী—সব জুচ্চুরী—কর্ম্মচারী আমার নাই, আর চিকিচ্ছেওলার মুখে লাগোরা জুতার বারি মারি ।

শুভ্র । তা মেরো । কিন্তু এক জহুরীর আর কতকগুলো বেনিয়ার রাশিকৃত টাকা ফাঁকি দিয়ে—বিয়েরদিন শোধ ক'র্ব্ব বলাটাও মিথ্যে নাকি ?

সর্ব্ব । কে বোল্লে ?

শুভ্র । সেই জহুরী নিজে এসে বোলে গেছে ।

(প্রথমা স্ত্রীলোকের প্রবেশ ।)

প্র-স্ত্রী । হাদে এই যে পোড়ামুয়া ! ওরে বাদর—ওরে বেইমান ওরে ছুচা—ওরে প্যাচা, লুকায়ে লুকায়ে ফাকি মেরে পলায়ে কি বাচ্‌লি ! ধরা পর্‌লিনি ! সব্ খপর রাখছি ,

বিয়া কর্ত্তে আস্ছো? গলায় কলসুড়ী বেধে দিয়ে যাব তা্জানুস্!

সর্ব্ব। আ মোলো—এ মাগি কি কয়।

প্র-স্ত্রী। হ্যা মাগি কি কয়? কি কয় শোন্বা? এই ভদ্দর লোকেরা শুনুন্! হাদে মুশয়। এই পোড়ামুয়া পাজির পাঝাড়া জোচ্চোর বেইমানডা আজ পাচ বছর হলো আমাগোর গেরামে পউচে, ফুস্লায়ে ফাস্লায়ে বাপ মায়ে জানান না দিয়ে লুকায়ে চিপায়ে আমারে বিয়া কর্ছে। তিন বছর বাদে, বল্লে আমার কাম আছে, দ্যাশে জাতি হবে। কিছু টাকাও দ্যালে। তারপর সেই যে পলালো—সেই পলালো। বছর গ্যাল, দুই বছর গ্যাল, দ্যাশ জানিনা, খুজে খুজে হালাক। শ্যাসে উজ্জয়িনীর একটা গেরামে শোন্লাম, পাজি এই সহরে বিয়া করতে আসছে, ছোটলাম পাছ পাছ—ঐ্যাহন বলে মাগি কি কয়?

সর্ব্ব। কি কথা! মাগিটা পাগল নাকি? যারে যা চিকিচ্ছে ওলাদের কাছে যা, ঘার ফু র দেবেক।

প্র-স্ত্রী। দুর লচ্চার দুর্! আমায় ঘার ফুরে দেবেক কি? তোর ঘার ধোরে আমি এথনি লিয়ে যাব।

সর্ব্ব। তুই কি বলুসরে, আমি তোর সোয়ামি নাকি!

প্র-স্ত্রী। সোয়ামী লোসতো কি র্যা পোরামুয়া? বিয়া করছিস যথন? তথন সোয়ামী লোসতো কি? ক্যানে আর গোল করস্, চ'? ঘরকে চ'—তোর শুয়ে পোলাটা বাবা বাবা কোরে রোজ কাঁদে চ'—তোরে দেখ্যে সেটা বেচে যাবে

চ' ওই গাছতলাকে দাঁড়িয়ে আছে চ' (হস্ত ধারণোদ্যোগ)।

সর্ব্ব। আমলো দুর দুর ছুসনি ছুসনি! কি জাত তার ঠিক্ না নেই।

(দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

দ্বি-স্ত্রী। এই যে! এই যে! আর যায় কোথা! মুখ ফেরাচ্চো কেন? ধরা যখন পোড়েছ, তখন এ নূতন বিয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে চল। শুন্‌লুম—চাষ ছেড়ে এখন অন্য ব্যবসা ধরেছ—তা বেস হ'য়েছে—যে ব্যবসাই করনা কেন

সর্ব্ব। এ কি! ভোজবাজী নাকি?

দ্বি-স্ত্রী ভোজবাজী না হোলে আর পালানো স্বোয়ামীকে ঠিক সময়ে এসে ধোর্ত্তে পেরেছি।

প্র-স্ত্রী। ছ্যালে উয়ো! কি বলছো? কারে স্বোয়ামী বলছো? এ মনিষ্যিডা যে আমার স্বোয়ামী।

দ্বি-স্ত্রী। দুর মাগি! তুই কে! আজ আট নয় বছর হলো আমায় বিয়ে কোরেছেন।

প্র-স্ত্রী। আরে না—পাঁচ বছর আমায় বিয়া করেছেন।

দ্বি-স্ত্রী। হাঁ তোর মত ছোট লোককে আবার উনি বিয়ে কোর্ত্তে গেছেন! আমার গর্ভে ওঁর চার পাঁচ ছেলে হয়েছে জানিস!

প্র-স্ত্রী। আমারও তো ছুডা আছে! আমার গুয়ে আছে, আমায় নেরি আছে।

দ্বি-স্ত্রী। ও কথাই না! যা যা মোরে যা—কেন ঝাঁটা খেয়ে মর্ব্বি।

প্র-স্ত্রী। ঝাঁটা মারে কোন বিটিরে ? এখনি আঁচুড়ে কামুড়ে চুল ছিঁড়ে বাঁ-পায়ের লাথি মেরে মা ফেলায়ে দিব।

দ্বি-স্ত্রী। যা বেটী ছোট লোক—যত বড় মুখ তত বড় কথা !

প্র-স্ত্রী। তুই থামলো বিটি ভাতার-চুরনী।

(গীত।)

প্র-স্ত্রী। ঝাঁজ মেরে তুই উঠছ্ কানে বল ?
আমি জানছি নাকি এ ঝাঁজটা তোর—
স্বোয়ামী লেবার কল—
আমার স্বোয়ামী লেবার কল।

দ্বি-স্ত্রী। তোর স্বোয়ামী আবার কে ?
এ যে আমার স্বোয়ামী—আমারি আছে, কে-রে।

প্র-স্ত্রী। আমায় বিয়ে ক'রেছে উয়ো,

দ্বি-স্ত্রী। ও তোর সকল কথা ভুয়ো—

প্র-স্ত্রী। তুই থাম্ থাম্, মুই স'মঝে লিচি, কেবলই কথার ছল,
ও তোর কেবলই কথার ছল।

দ্বি-স্ত্রী। আমার ছল হ'ক, আর যাই হ'ক, তোর ফ'লবে নাকো ফল
কিছুই ফলবে নাকো ফল।

প্র-স্ত্রী। বল্ পোড়ারমুখা বল—বিয়া করিছস্ কিনা বল্—নইলে নখ্‌ন দিয়ে তো'র চোউখ উপুড়ে লিব।

দ্বি-স্ত্রী। সত্য বল'—আমায় কি ওকে কাকে, বিয়ে ক'রেছ ?

সর্দ্দা। আরে ম'লো এ'কি কয় ? আমি কারেও তো বিয়া করি নাই।

প্র-স্ত্রী। বিয়া কর নাই ? আচ্ছা কেমন বিয়া কর নাই তা সেছ্‌বিতে বিচের হ'লেই বোঝবা।

দ্বি-স্ত্রী। আমি তো এখনি তোমায় ধরিয়ে দিয়ে হাকিমের কাছে নিয়ে যাব।—

সর্ব্ব। ভাই যাস্ যাস্—এখন ভাগ্!—

(বালক-বালিকাগণের প্রবেশ)

বা-বা। এই যে আমাদের বাবা—ওগো এই যে আমাদের বাবা, ওগো এই যে আমাদের বাবা!

সর্ব্ব। আমোলো এ গুলা আবার কে রে? দূর দূর—সরে যা।

বা-বা। বাবা—বাবা—বাবা—বাবা—বাবা—বাবা!

(সর্ব্বেশ্বরণের হস্ত পরিচ্ছদ ইত্যাদি ধারণ)

সর্ব্ব। আঃ একি জ্বালা। ছাড়নারে! ওরে বেটা বেটিরা ছাড়নারে! মশাই বাচান গো!

(হস্ত প্রসারণ করিয়া শুভ্রকান্তিকে ধারণের চেষ্টা)

শুভ্র। দূর হতভাগা দূর—এতবড় নষ্ট লোক, আমি কখনও দেখিনি!

(প্রস্থান)

নেপথ্যে। রুগী পালিয়েছে—রুগী পালিয়েছে—ধর্ ধর্—রুগী পালিয়েছে!

নেপথ্যে। ঘাড় ফুঁড়ে দেবো-ঘাড় ফুঁড়ে দেবো—কিছু লাগবে না, ঘাড় ফুঁড়ে দেবো।—

সর্ব্ব। আরে মোলো, সেই চিকিচ্ছেওলারা যে (বেগে পলায়ন)।

বাবা। বাবা বাবা—বাবা—বাবা।

(পশ্চাতে হাততালি দিতে দিতে প্রস্থান)

উভয় স্ত্রী। হা হা হা হেসে বাঁচি।

রংরা। বেস্, ক'রেছিস্, পুরো বকসিস্ পাবি।

(প্রস্থান)

(উভয়ের হাসির গান)

আমরা—আয় দুজনে হাসি।
হাসি—কেন হাসি আর কিসে হাসি—আয় বুঝে দেখি আর হাসি॥
কারোর—সুখ দেখে কষ্ট, কজন হ'সে ভাই,
দুঃখু দেখে অনেকে হাসে, তাইতো দেখ্‌তে পাই;
আমাদের—তা'ই মুখে এই হাহা হা হা হা, ফুটছে হাসির রাশি॥
যখন ভাল লোককে ঠকেতে ঠকিয়ে যায়,
কজন কোথায় তার জন্যে, কোরে মরে হায় হায়;
সবাই মুচকে হাসে, মুখ ফিরিয়ে মনের সুখে ভাসি।
পিছলে কারুর ঠ্যাং ভাঙ্গে—ক
মুখে ধরেনা হাসি॥

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

(নিভৃত স্থল—দূরে রাজপথ।)

(সর্ব্বশরণ ও রংরাজের প্রবেশ।)

।। এদেশে আগে ফাঁসী—তা'পর বিচার!

সর্ব্ব। তা তো বোঝলাম—দুইটা মাগি, মিথ্যে কথা পরমাণ ক'র্ব্বে কি কোরে?

রংরা। ওরা শুনছি নাকি, সাক্ষী সাবুদ ঠিক যোগাড় কোরে নালিস কোর্ত্তে গেছে।

সর্ব্ব। এ কি গ্যারো—বলতো, ভিতু!

রংরা। গেরো নয় ? আপনার এখানে আসাই উচিত হয় নাই ; আপনি নিজের দেশের রাজা, আপন গাঁয়ের মোড়ল— এ ছাই সহরে এসে বাজে বিপদ কিন্‌লেন কেন !

সর্ব্ব। সাধে কি আসছিলাম ! এক বিয়া কর্ব্বার লগ্নই তো যত ঝঞ্ঝাট বেধে উঠলো। এখন কি করা যায় ! বলতো ভিতু !

রংরা। কর্ব্বেন আর কি ! স্বদেশে বেগে প্রস্থান।

সর্ব্ব। তা—তাই চ !

রংরা। 'চ' বল্লেই কি 'চ' হ'ল ! এতক্ষণ পথের মোড়ে মোড়ে আদালতের লোক দাঁড়িয়ে গেছে। দেখতে পেলেই ধোরে নে যাবে ; আর ধল্লেই ফাঁসী, তারপর বিচার।

সর্ব্ব। এ দ্যাশে কি দুইটা বিয়া কেউ করে না !

রংরা। বিয়ে করা দূরে থাক—নাম কোল্লেই ফাঁসী। বিশেষ এদেশের লোকেরা উজ্জয়িনীর লোক পেলে, অত্যাচার না কোরে ছাড়ে না—তা তার দোষ থাক আর নাই থাক—এতো আপনি দোষী !

সর্ব্ব। আমায় দুষী বলে কে ?

রংরা। সে কথা যেন আমি বুঝলুম ! অপরে ত' এর্দিন ছুতো পেলে হয়। ঐ বুঝি কারা আসছে।

সর্ব্ব। তাইতো—তবে পলাবার যোগাব হয় ক্যামনে !

রংরা। আমি একটা যোগাড় কবেছি।

সর্ব্ব। কর্‌ছুস্ ! ব্যাস—তুই যে আমার পরধান ভিত্যু, যোগারটা কি কদিকি !

রংরা। একটু কষ্ট হবে কিন্তু!

সর্ব্ব। আরে মরার চেয়ে তো আর নয়।

রংরা। তা নয়, তবে কিনা একটা জানোয়ার সাজতে হবে।

সর্ব্ব। জানোয়ার!—তাজ্জব ক্যা!

রংরা। জানোয়ার সাজিয়ে সহরের বার ক'রে নিয়ে যাবো! কেউ টের পাবে না। ধরাও পোড়বে না—ফাঁসীও হবে না। ঐ বুঝি কারা আসছে! আপনি ঐ ঝোপটার ভেতর গিয়ে লুকিয়ে থাকুন, আমি এদিক ওদিক চার্দ্দিক দেখে যাচ্চি।

(সর্ব্বশরণের প্রস্থান)

রংরা। হাজার খানেক না নিয়ে বেটাকে ছাড়্ছিনা। ওর কাছে হাজার, এদের কাছে হাজার, আর চাই হাজার, দেয়ই বা কে, পাই বা কোথা? যেই হোক্ দেওয়াও চাই, পাওয়াও চাই। এই যে যুগল মূর্ত্তি আসছে। কথাটা একবার পেড়ে রাখা ভাল।

(দেবদয়া ও পুরপ্রিয়ের প্রবেশ)

পুর। এই যে, তারপর কি হ'লো?

রংরা। এইবার দেশত্যাগ!

দেব। কি রকম হবে?

রংরা। চাষা বেটার অদৃষ্টই ভাল—যুক্তিতো কিছু নেই। ও ঠিক বুঝেছে, এখানে থাকলে ফাঁসী কাঠে ঝুল্তে হবে।

পুর। বিশেষ, এদিকে যখন কোন আশা নেই, সেথা আর থেকেই বা কি ক'র্ব্বে?

রংরা। আপনি কথা ব'লছেন, তা বড় ঠিক নয়। যে মৎলবে

হবু জামাই আর হবু শশুর দুপক্ষেরই রফা ক'রেছি, সেই মৎলবে আবার দুপক্ষেরই আশা জাগিয়ে তুলতে কতক্ষণ ?

দেব। না-না রংরাজ ! তায় আর কাজ নেই। তুমি আমাদের যে উপকার কোচ্চ, এ জন্যে আমরা তার শোধ দিতে পার্ব্বনা।

রংরা। তা পার্ব্বেন !

দেব। কিসে পার্ব্ব—টাকা কড়ি দিয়ে ?

রংরা। আজ্ঞে না—আমিতো ব'লেছি—টাকা কড়িতে আমার কাজ নাই। আমার অনুরোধ—আপনাদের কার্য্য শেষ হ'লে আমার একটি বিয়ে দিয়ে, আমায় ঘর-সংসারী ক'রে দেবেন—আর হল্লো হল্লো কো'রে বেড়াতে আমার ভাল লাগেনা।

পু। নিশ্চয় তা কোর্ব্ব।

রংরা। বিশেষ ক'নের জন্যে ভাবতে হবেনা—ক'নে আপনাদের ঘরেই আছে।

দেব। কে ? কে রংরাজ !

রংরা। কে আর ? এই যে যিনি গজেন্দ্রগমনে আসছেন।

দেব। বটে ? (শামলীর প্রবেশ) ও শামা ! রংরাজ তোকে বিয়ে কোর্ত্তে চায়।

শাম্। অমন অনেকে চায়।

রংরা। আমার মতন কেউ চায়না !

শাম্। তুই যা—তুই যাদের চাকরের জুগিয় নোস্—তারাও চায়।

রংরা। তারা চায় পুতুল খেলার জন্যে—দু দিন খেলবে—তার পর ভেঙ্গে ফেলে দেবে।

(গীত)

রংরা। সমানে সমানে না হ'লে মিলন—থাকেনাকো চিরকাল।
বড়তে মিলিতে ছোট যদি যায়, দুদিনেতে হয় হাঁড়ির হাল॥

শাম। ও কথা শুনিনা—ওকথা বুঝিনা—
সোনায় তো হীরে বসে রে।
যে সোনা সে সোনা—আর সে কিছু না—যখনি সে হীরে খসেরে।
যতনে রাখিলে খসিবে সে কেন—
পাকা যদি হয় ঝাল।

রংরা। কত পাকাঝাল কাঁচা হ'য়ে যায়—শেষে হয় পয়মাল।

দেব। তা বেস! কিন্তু আমাদের বে হ'য়ে গেলেই তোদের বিয়ে দেব।

শাম। তা দিও! এখন চল—মোচ্ছবের মেয়েগুলো এই পথ দিয়ে ফিরে আসছে—কুঞ্জ থেকে তাদের বেরুতে দেখে এসেছি।

(একদিকে রংরাজ ও অন্যদিকে অন্য সকলের প্রস্থান।)

(পাহারাদার বেশী দুইজন লোকের প্রবেশ।)

১ম। যা যা কোর্ত্তে ব'লেছে—সব তোর মনে আছেতো?

২য়। সব মনে আছে।

১ম। তোকে কত দিয়েছে?

২য়। তোকে কত?

১ম। তুই আগে বল!

২য়। তুই না ব'ল্লে ব'লবো না।

১ম। তুই তো ভারি ত্যাঁদড়।

২য়। তুইই বা কি কম!

১ম। বলবিনি ?

২য়। তুই ব'ল্লিই ব'লবো।

১ম। এক চাপড়।

২য়। কই মার্ দিকি ?

১ম। আরে মর—তা নয়—এক চাপড় কিনা পাঁচ—বুঝ্‌লি!

২য়। ও তাই! তা আমায় ও তাই।

১ম। তবে চ' ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি গে—ঠিক সময় মত এগুনো যাবে।

(উভয়ের বৃক্ষান্তরালে গমন)

ভল্লুকবেশী সর্ব্বশরণকে লইয়া রংরাজের প্রবেশ।)

র বা। (ডম্বরু বাজাইতে বাজাইতে) নাচে ভাল্লুক—নাচে ভাল্লুক—ঠুম্‌কি ঠুম্‌কি নাচে ভাল্লুক! খুব জোরে জোরে নাচ'।

সর্ব্ব। (মুখস তু'লয়া) পায়ে বাজে যে।

রংরা। মুখ ঢাকো মুখ—ঢাকো—এখনি কেউ এসে পড়বে! পায়ে বাজলে কি হবে, খুব নাচো! নইলে মানুষে, ভাল্লুক ব'লবে কেন ? নাচে ভাল্লুক—নাচে ভাল্লুক—ঠুমকি ঠুম্‌কি নাচে ভাল্লুক!—আরো জোরে—আরো জোরে

সর্ব্ব। (মুখস খুলিয়া) বড় গরম লাগ্‌তিছে—গায়ে জ্বালা ধর্‌তিছে।

রংরা। মুখ ঢাকো! মুখ ঢাকো! গরম লাগলে কি হবে, গায়ে জ্বালা ধরলেই বা কি হবে—পালান' তো চাই—

ফাঁসীকাঠ মনে আছেতো! নাচে ভাল্লুক—নাচে ভাল্লুক, ঠুম্‌কি ঠুম্‌কি নাচে ভাল্লুক।

সর্ব্ব। (মুখস খুলিয়া) আর লাচতে পারি না ভিত্যু!

রংরা। মুখ ঢাকো মুখ ঢাকো! তুমি মজাবে দেখছি

সর্ব্ব। এই ঢাকছি ভিত্যু—ঢাকছি! আমায় তাড়াতাড়ি সওরের বাহিরে লিয়ে চ—এ ছাই জানোয়ারের চামড়া খুলে বাচি।

রংরা। এইবার নিয়ে যাবো! ওই যা—একটা জিনিষ ভুলে গেয়েছি। এইখানে একটু থাকো—দড়িটা আমি এই গাছে বেঁধে রাখি। তুমি, ভাল্লুকের যেমন জর হয় তেমনি শুয়ে শুয়ে কোঁ কোঁ কর, কেউ এদিকে আসবে না। যদি কেউ আসে—তুমি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ভয় দেখিও। আমি এখনি আসবো! (তথাকরণ)।

(শ্রেষ্ঠী রমণীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

হ'লো মদনোৎসব ভঙ্গ।
আমোদে প্রমোদে ফুরাল, মিটিল—রমণীরমণ রঙ্গ॥
কত—উচ্চে উঠিল মধুর তান,
চৌদিকে গীত, হইল গান,
কত—যন্ত্রী মাতিল, যন্ত্র বাজিল,
সুরে-লয়ে-তালে মোহিল প্রাণ॥
নর্ত্তনে—প্রতিবর্ত্তনে—প্রাঙ্গণে—খেলিল খেলা সমঙ্গ॥

১মা-র। ওলো! দেখ্ দেখ্ একটা ভাল্লুক এখানে বাঁধা রয়েছে।

২য়া-র। তাইত লো! ভাল্লুকওলাটা গেল কোথা, একবার নাচ দেখতুম।

৩য়া-র। ওলো গাছকতক রোঁয়া ছিঁড়ে নেনা, কাজে লাগবে।

১মা-র। আমি পার্ব্বোনা ভাই। পারিস্ তো তুই দ্যাখ!

৩য়া-র। আচ্ছা আমিই নিচ্চি! বাঁধা আছে তার ভয় কি?

(অগ্রসর উদ্যোগ)।

১মা-র। দেখিস্! যেন ঝাপ্‌টে ধরে না, ও জেতের সে রোগ আছে।

২য়া-র। তা আছে।

৩য়া-র। কই ধরুক না দেখি।— (অগ্রসর হওন)

সর্ব্ব। ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ—

৩য়া-র। ওরে বাপরে খেলেরে—

(সকলের পলায়ন)

(পাহারাদার বেশী দুইজন লোকের প্রবেশ)

১ম। কি হোয়েছে? কি হোয়েছে?

২য়। কি আর হবে? এই ভাল্লুকটা মেয়েলোকদের তাড়া করেছিল।

১ম। বটে? ধর্‌তো ওকে? (অগ্রসর)।

সর্ব্ব। ঘোঁৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ।

২য়। ওঃ বেটা! আমাদের কাছেও ঘোঁৎ ঘোঁৎ? এক কাজ কর্‌তো ভাই, তুই বর্শা দিয়ে বিঁধে ফ্যাল, আমি মারি লাঠি, এটা বুনো ভাল্লুক। (উপক্রম)।

সর্ব্ব। (মুখোস অল্প তুলিয়া) আমি বুনো নই বুনো নই, পোষা!

১ম। মরি, মার, বেটা কথা কয় যে!

সর্ব্ব। (মুখোস খুলিয়া) মারিসনি! মারিসনি! আমি মানুষ! ও ভিতু! ওরে ভিতু!

১ম। মানুষ? তাইতো! কে মানুষ—দেখি! ওরে যাকে খুঁজছি এ যে সেই, ধর, ধর, বেঁধে ফেল!—

সর্ব্ব। ও ভিতু! ওরে ভিতু!

(রংরাজের বেগে প্রবেশ)

রংরা। কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে?

১ম। ফাঁসীর আসামী আবার কি হ'য়েছে কি?

রংরা। তাই তোদের পায়ে ধরি, কিছু নিয়ে ছেড়ে দে!

২য়। কিছু কি রকম? দুটি হাজারের কমে না। নইলে ফাঁসী!

রংরা। কাঁপলে আর কি হবে? যমে ধোরেছে।

সর্ব্ব। তা—তা—তা—তা—

১ম। চ—চ নিয়েচ, নিয়ে গেলেই তো হাজার বকসিস পাবো।

সর্ব্ব। তা—তা—তা—তা—

রংরা। আর 'তা তা' কেন? দিয়ে ফেলুন, দিয়ে, শালার সহর থেকে একেবারে স'রে পড়া যাক্!

(সর্ব্বশরণ কর্ত্তৃক টাকার থলি দেওন; একদিকে লোকদ্বয় অন্যদিকে নাচে ভাল্লুক, নাচে ভাল্লুক করিতে করিতে সর্ব্বশরণকে লইয়া রংরাজের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

শুভ্রকান্তি শ্রেষ্ঠীর বাটি-সংলগ্ন উপবন।

(শাম্লীর প্রবেশ।)

শাম্। (স্বগত) যার জন্যে ভাবনা, সে যখন সহরের বার হ'য়ে গেছে, তখন—

(রংবাজের প্রবেশ)

রংবা। তখন কিলো ?

শাম্। তখন আর কি ? তখন যা বলছিলি তাই, [illegible]দের বিয়ে। আর তারপর—

রংবা। আর তারপর কি ?

(গীত)

রংবা। আর তারপর কি শাম্লী—আর তারপর কি।
শাম্। আর—তার পর মুড়ো ঝাঁটা টাঙ্গিয়ে রেখেছি।
রংবা। কেন—কার পিঠেতে ঝাড়বি,
ওলো কার পিঠেতে ঝাড়বি,
শাম্। ও যে পিঠ পেতে দে আসবে কাছে—
তার পিঠেতে ঝাড়বো—
ঝেড়ে ভুঁয়েতে তারে পাড়বো।
রংবা। সে কাজ পারবিনি তুই—পারবিনি—তোর মেজাজ তেমন নয়
ও তোর মনটা পিরিতিময় ;—
শাম্। ভাল—পার্ব্বো কি নাপার্ব্বো তখন মার খেলে ঠিক বুঝবি।
রংবা। তোর—মা'ও খাব', আরও এগিয়ে যাব, তখন কি তুই করবি ?

(দেবদর্শী ও পুরপ্রিয়ের প্রবেশ।)

দেব। শালা! এক বিপদ গেল, আবার যে বিপদ এল?

রংরা। আবার কি বিপদ?

পুর। এবারের বিপদ বড় শক্ত!

রংরা। কি রকম?

পুর। যে সম্বন্ধ তুমি কৌশলে ভাঙ্গালে এই সম্বন্ধের আগে নাকি আমার জ্যাঠামশায় অরুণোদয় প্রধানের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক্ হ'য়েছিল। সে আশী বছরের কোমরভাঙ্গা বুড়ো, বিশ হাজার দিতে রাজি হ'য়েছিল। এখন কর্ত্তা সেই দিকে ঢ'লেছেন।

রংরা। বুড়ো রাজি আছে?

পুর। খুব রাজি—আজ হ'লে কাল চায় না?

রংরা। বুড়োর আছে কে?

পুর। আছি আমি। বুড়া ভারি কঞ্জুস্ অথচ টাকার কাঁড়ির উপর বসে আছে! আমার কিন্তু মুখ দেখেনা—বলে—ও ব্যাটাকে—আমার মরণ টাক্ টেঁকে আছে।

রংরা। হুঁ (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) বুড়ো কানে কেমন শোনে?

পুর। চেঁচিয়ে ব'ললে শুন্‌তে পায়।

রংরা। হুঁ (চক্ষুমুদিয়া ক্ষণেক চিন্তা) বাস্ ঠিক থাকুন—কর্ত্তা বিশহাজার টাকা ও পাবেন, আপনাদের বিবাহও হবে।

পুর। কেমন কোরে হবে?

শার। কেন ভাবছেন! কি কোরে হবে—সে ও ঠিক এঁচে নিলেম, ওই যে চোখ্ বুজে দুবার মাথা নাড়লে, ওই

হোলো ওর চাল্স, ও যে পাকা মতলব বাজ্।

দেব। যাই হোক শাম্লি! এ কাজ তোরা যদি জুড়ে পারিস্ তো আমরা একা সুখী হবনা—তোদের ও—

শাম। আমাদের আবার কি? আমি ওকে চাই না!

রংরা। হ্যাঁ আমিই আর চাই নাকি? আমার যদি গুণ থাকে তো অমন অনেক শ্যামলী ধবলী—চলি চলি চলি আস্‌বে, আরি নাড়ির বাড়ি থাবে আর যা ক'র্‌বে—সে কথা এখন বলবো না।

শাম। কেন—বল্‌না—আর সেটা বাকি থাকে কেন!

রংরা। থাক—কিছু বাকি থাক—একেবারে সব শোধ কোল্লে পাওনাদারে আর দেনদারে মুখ দেখদেখি থাকবে না।

শাম। আচ্ছা বেশ! এখন এদিকের কি?

রংরা। এদিকের সব ঠিক কচ্ছি। আপনারা স'রে পড়ুন! আর শামা! কর্ত্তাকে একবার কোন রকমে এখানে ডেকে দে।

(রংরাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

রংরা। (স্বগত) কর্ত্তাকে বোঝাতে হবে—আমি কোমরভাঙ্গা বুড়োর চাকর। আর তাকে গিয়ে বলতে হ'বে—কর্ত্তার চাকর। কর্ত্তাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়াও চাই—এদের দুজনের বিয়ে হওয়াও চাই—আর কোমরভাঙ্গা বুড়োটার? তার অনেক টাকা—বিশহাজারে বেশী কিছু হানি হবে না। (ছদ্মবেশ ধারণ।)

(শুভ্রকান্তির প্রবেশ।)

শুভ্র। তুমি কে হে?

রংরা। আমি অরুণোদয় প্রধানের প্রধান কর্ম্মচারী।

শুভ্র। বটে! এস এস! তিনি কিছু বলে পাঠিয়েছেন কি?

রংরা। বলাবলি আর কি! তিনি এ বয়সে আর বিবাহ কর্ব্বেন না।

শুভ্র। সে কি? আমায় বিশহাজার দেবার কথা, বিবাহ কর্ব্বার কথা?

রংরা। আহাহা! বিশ হাজার আপনি পাবেন—তবে তাঁর পরিবর্ত্তে, তিনি, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্ররাপ্রিয় প্রধানের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ যাতে হয়, সেই কথা ব'লে পাঠিয়েছেন।

শুভ্র। বেস্ কথা! তাঁকে আনিয়ে সব স্থির কোরে ফেল্লে ভাল হয়না!

রংরা। আজ্ঞে হাঁ আপনি সম্মত হলেই টাকা লোয়ে আসেন।

শুভ্র। এখনি—এখনি—তুমি লয়ে এস!

(রংরাজের প্রস্থান)

(অনাবিলার প্রবেশ)

অনা। কে লোকটা চলে গেল!

শুভ্র। ও সেই অরুণোদয় প্রধানের কর্ম্মচারী!

অনা। তুমি টাকার জন্যে মেয়েটাকে দেখ্‌ছি, হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেবে! তা যা ইচ্ছে কর, আমি কিন্তু গলায় দড়ি দেব।

শুভ্র। আরে মা না—তা আর ক'র্ত্তে হবে না।

অনা। ক'র্ত্তে হবে না তো কি? দুদিন বাদে মেয়েটা বিধবা হবে অথচ আমাদের সমাজের মুখ চেয়ে তার আর বিয়ে

দিতে পার্বো না—সেই কুলকাটির আংরা কাগজে চেপে রাখ্তে হবে?

শুভ্র। আহাহা তা নয় তা নয়! সে বুড়োর সঙ্গে নয়—এ বিয়ে তার ভাইপোর সঙ্গে!

অনা। টাকা?

শুভ্র। টাকা যা দেবার কথা ছিল—তাই দেবে।

অনা। তবে বেস্!

(টাকার থলিয়া স্কন্ধে রংরাজ ও পশ্চাতে বৃদ্ধ অরুণোদয় প্রধানের প্রবেশ)

শুভ্র। আস্তে আজ্ঞে হোক্ প্রধান মহাশয়!

অরু। বস্তে আজ্ঞা হোক্ শ্রেষ্ঠী মহাশয়!—টাকার থোলে? ওরে টাকার থোলে?

রংরা। আজ্ঞে এই যে!

অরু। যেরূপ কথা বার্ত্তা হ'য়েছে তাতে আপনি সম্মত?

শুভ্র। সম্পূর্ণ সম্মত! আপনি যা বিবেচনা ক'রেছেন, তা আপনার মত মহৎ লোকেরই উপযুক্ত।

অরু। কি? কি ব'লছেন?

রংরা। (চিৎকারস্বরে) ব'লছেন—আপনি যেমন মহৎ, তেমনি কার্য্য ক'রেছেন।

অরু। অবশ্য অবশ্য! মানুষের বিপদে আপদে দেখা চাই।

শুভ্র। তা তো চাইই! বিশেষ আপনি যেরূপ নিজ স্বার্থ ত্যাগ ক'রে পরের জন্য অর্থব্যয় ক'ল্লেন, এরূপ নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি জগতে প্রায় দেখা যায় না!

অরু। কি? কি বল্ছেন?

রংরা। (চিৎকার শব্দে) ভাল কথাই, ব'লছেন! আপনি বড় নিঃস্বার্থ কিনা—তাই আপনারি সুখ্যাতি ক'চ্চেন!

অরু। অবশ্য! অবশ্য। তাতো করবেনই! তবে একটু স্বার্থও আছে বইকি!

শুভ্র। তা অবশ্য আছে—সে তো অপর কেউ নয়, নিজেরই ভ্রাতুষ্পুত্র!

অরু। কি? কি ব'লছেন?

রংরা। (চিৎকারশব্দে) বলছেন—স্বার্থ আছে বই কি?

অরু। হাঁ হাঁ তা তো ব'লবেনই। এখন কন্যাটি কোথা?

শুভ্র। এখনি আনাচ্চি! (অনাবিলার প্রতি) দেবদয়াকে ল'য়ে এস। (অনাবিলার প্রস্থান।)

অরু। কন্যাটিকে আন্‌তে গেলেন বুঝি? উনি কে?

শুভ্র। উনিই আপনার বৈবাহিকা হবেন।

অরু। কি কি? ব'লছেন?

রংরা। (চিৎকারস্বরে) উনিই কন্যার মাতা!

অরু। বেস বেস, সুন্দরী বটে!

শুভ্র। আপনাকে ধন্যবাদ!

(দেবদয়াকে লইয়া অনাবিলার প্রবেশ)।

অরু। আহা! আপনার রূপবতী কন্যা আমার গৃহে যা'তে লক্ষ্মীস্বরূপিনী হন—সেইমত শিক্ষা দেবেন।

শুভ্র। শিক্ষা এখন আপনার হাতে! আজ হতে আর আমাদের বিশেষ কোন ক্ষমতা রইল না—আপনার বধু আপনি যেরূপ শিক্ষা দেবেন—তাই হবে।

অরু। কি! কি বলছেন!

রংরা। (চিৎকার শব্দে) বলছেন—উনি তো এখন—আপনারই গৃহলক্ষ্মী হবেন—ওঁর শিক্ষা ভার আপনার উপর।

অরু। অবশ্য! অবশ্য! রূপে আমি বিস্ময়ে সন্তুষ্ট হয়েছি—এখন—আর্থিক ব্যাপারটা শেষ হোয়ে যাক।

শুভ্র। যে আজ্ঞা!

অরু। টাকার থোলে? টাকার থোলে?

রংরা। আজ্ঞে এই যে!

অরু। গুণে গোন! বিশহাজার গোন—কন্যাটি লই।

শুভ্র। (অর্থ লইয়া) ঠিক আছে। ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে নোয়ে এস।

রংরা। যে আজ্ঞা আমি আনছি।

(রংরাজের প্রস্থান।)

অরু। ভৃত্যটি কোথায় গেল?

শুভ্র। (চিৎকার স্বরে) আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আন্‌তে।

অরু। ভ্রাতুষ্পুত্র! ভ্রাতুষ্পুত্র কেন?

শুভ্র। (চিৎকার শব্দে) কন্যাদান জন্য!

অরু। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রয়োজন কি!

শুভ্র। (চিৎকার শব্দে) আপনার আদেশমত আমি তাঁকেই ওঁ কন্যাদান ক'চ্ছি।

অরু। একি কথা! একি কথা! এ কার কথা!

শুভ্র। ঐ আপনারই কথা!

অরু। আমার কথা! কে বোল্লে!

শুভ্র। কেন? আপনার চাকর।

অরু। আমার চাকর ? আমার আবার চাকর এল কখন ?

শুভ্র। ঐ যে আপনার সঙ্গে যে এল—

অরু। ওতো তোমার চাকর ?

শুভ্র। আমার চাকর নয়।

অরু। আমার ও চাকর নয়।

শুভ্র। এখন ও কথা পালটালে কি হবে বলুন ? ঐ এসে আমায় বললে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

অরু। আমি কখনও সে কথা বলিনি।

(পুরপ্রিয়ের প্রবেশ

পুর। আপনিই বলেছেন।

অরু। আমি ? ওরে জোচ্চোর! আমি ? ওঃ বুঝেছি—সে বেটা এরই লোক ; এর ভেতর একটা ফাঁকী চলেছে। শ্রেষ্ঠী মশাই! টাকা ফেরৎ দিন।

পুর। ওঁর কথা শুনবেন না ; উনি এই এক রকম বলেন—অমনি আবার অন্য রকম করেন—কতকটা ভিমরতির ভাব আর কি।

শুভ্র। কথা বার্ত্তা স্থির কোরে টাকা নিয়েছেন—এখন পুত্রবধু লয়ে ঘরে যান। বাবা পুরপ্রিয় ! আমি দেবদয়াকে তোমারই হাতে অর্পণ কল্লেম।

(দেবদয়াকে অর্পণ ও অনাবিলাসহ প্রস্থান।)

দেব। বাবা! কেন দুঃখিত হচ্ছেন! আমি তো আপনারই গৃহে যাচ্ছি।

অরু। মরগে যা!—সেই সে বেটা কোথা! তাকে পেলে দেখে নেবো।

(একদিকে প্রস্থান। অন্যদিক হইতে শামলি ও রংরাজের প্রবেশ।)

পুর। রংরাজ! আমি তোমার ভাল করবো! আজ হতে তুমি আমার ব্যবসা বাণিজ্যে বকরাদার!

দৈব। শামলি! তোর আমার এক সঙ্গেই—কেমন?

শাম। না, খোল্লে এ বলেছে মাথা খুঁড়বে—কাজেই!

রংরা। তা খুঁড়বো—তা খুঁড়বো।

(শ্রেষ্ঠী-মহিলাগণের প্রবেশ।)

গীত

মন্দ কি—মন্দ কি—আহা মরি বেস—মন্দ কি!
ভালর ভালয় ভাবের মো যে, এর বাড়া আনন্দ কি॥
যে চায় যায়, ঠিক পেলে সে তায়,
সভয়ে সঙ্গে থাকবে সে মজায়;
চক্ষু জুড়োয়—দেখলে এদের, মিলবে ভাল মন্দ কি।

যবনিকা।

BENGAL LIBRARY
BELVEDERE BUILDINGS
OFFICIAL

The last two & half forms have been printed by K. M. Sirkar,

AT THE

KUSUMIKA PRESS,

80, Beadon Street, Calcutta.